BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (9TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : DUA

كِتَابُ الدَّعْوَاتِ

দু'আ অধ্যায়

قَوْلُهُ تَعَالَى : اُدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ، إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। আরও তাঁর বাণী ঃ যারা অহংকার বশতঃ আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে (৪০ ঃ ৬০)

٢٦١٤ . بَابٌ وَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

২৬১৪. পরিচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক নবীর একটি মাকবূল দু'আ রয়েছে

٥٨٦٦ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوْ بِهَا وَ أُرِيْدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لأُمَّتِيْ فِي الآخِرَةِ * وَ قَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ قَالَ مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِيْ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ نَبِيٍّ سَأَلَ سُؤَالاً أَوْ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيْبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لأُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৫৮৬৬ ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীর এমন একটি দু'আ রয়েছে, যা তিনি করে থাকেন। আমার ইচ্ছা, আমি আমার সে দু'আর অধিকার আখিরাতে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য মুলতবী রাখি। অন্য এক সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন যে, প্রত্যেক নবীই যা চাওয়ার তা তিনি চেয়ে নিয়েছেন অথবা নবী ﷺ বলেছেন। প্রত্যেক নবীকে যে দু'আর অধিকার দেওয়া হয়েছিল তিনি সে দু'আ করে নিয়েছেন এবং তা কবূলও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি আমার দু'আকে কিয়ামতের দিনে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য রেখে দিয়েছি।

banglainternet.com

٢٦١٥ بَابُ أَفْضَلِ الإِسْتِغْفَارِ وَ قَوْلِهِ تَعَالَى : اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا،وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللهُ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

২৬১৫. পরিচ্ছেদ ঃ শ্রেষ্ঠতম ইস্তিগফার। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা তোমাদের নিজ প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি তো মহাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন, তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা (৭১ ঃ ১০-১২)। আর আল্লাহর বাণী ঃ আর যারা অশালীন কাজ করে ফেলে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে..... (৩ ঃ ১৩৫)

٥٨٦٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُوْلَ اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ قَالَ وَ مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ -

৫৮৬৭ আবূ মা'মার (র)..... শাদ্দাদ ইব্ন উস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার হলো বান্দার এ দু'আ পড়া–"হে আল্লাহ্ তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নিয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না।" যে ব্যক্তি দিনের (সকাল) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ ইস্তিগফার পড়বে আর সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে মারা যাবে, সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি রাতের (প্রথম) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ দু'আ পড়ে নেবে আর সে ভোর হওয়ার আগেই মারা যাবে সে জান্নাতী হবে।

banglainternet.com

٢٦١٦ بَابُ اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

২৬১৬. পরিচ্ছেদ ঃ দিনে ও রাতে নবী ﷺ -এর ইস্তিগফার

٥٨٦٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَ اللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً -

৫৮৬৮ আবুল ইয়ামান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি প্রত্যহ আল্লাহ্র কাছে সত্তরবারেরও বেশী ইস্তিগফার ও তাওবা করে থাকি।

٢٦١٧ بَابُ التَّوْبَةِ قَالَ قَتَادَةُ : تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ، الصَّادِقَةُ النَّاصِحَةُ

২৬১৭. পরিচ্ছেদ ঃ তাওবা করা। কাতাদা (র) বলেন, মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ "তোমরা সবাই আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্র কাছে তাওবা করো"

٥٨٦٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ الْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ ، قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ ، فَقَالَ بِهِ هٰكَذَا قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ ، ثُمَّ قَالَ اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلاً وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتّٰى اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ * تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَ وَ جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ سَمِعْتُ الْحَارِثَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَ أَبُو مُسْلِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ

banglainternet.com

৫৮৬৯ আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস (র)...... আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি নবী ﷺ থেকে আর অন্যটি তাঁর নিজ থেকে। তিনি বলেন, ঈমানদার ব্যক্তি তার

গুনাহগুলোকে এত বিরাট মনে করে, যেন সে একটা পাহাড়ের নীচে বসা আছে, আর সে আশংকা করছে যে, সম্ভবত পাহাড়টা তার উপর ধ্বসে পড়বে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে মাছির মত মনে করে, যা তার নাকে বসে চলে যায়। এ কথাটি আবূ শিহাব নিজ নাকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলেন। তারপর (নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন) নবী ﷺ বলেছেন ঃ মনে কর কোন এক ব্যক্তি (সফরের অবস্থায় বিশ্রামের জন্য) কোন এক স্থানে অবতরণ করলো, সেখানে প্রাণেরও ভয় ছিল। তার সাথে তার সফরের বাহন ছিল। যার উপর তার খাদ্য ও পানীয় ছিল, সে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো এবং জেগে দেখলো তার বাহন চলে গেছে। তখন সে গরমে ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লো। রাবী বলেন ঃ আল্লাহ্ যা চাইলেন তা হলো। তখন সে বললো যে, আমি যে জায়গায় ছিলাম সেখানেই ফিরে যাই। এরপর সে নিজ স্থানে ফিরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। তারপর জেগে দেখলো যে, তার বাহনটি তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। তখন সে ব্যক্তি যে পরিমাণ খুশী হলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার তাওবা করার কারণে এর চাইতেও অনেক বেশী খুশী হন। আবূ আওয়ানা ও জারীর আমাশ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٨٧٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيْرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِيْ أَرْضٍ فَلاَةٍ -

৫৮৭০ ইস্হাক ও হুদ্বাহ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তাওবার কারণে সেই লোকটির চাইতেও বেশী খুশী হন, যে লোকটি মরুভূমিতে তাঁর উট হারিয়ে পরে তা পেয়ে যায়।

٢٦١٨. بَابُ الضَّجْعِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ

২৬১৮. পরিচ্ছেদ ঃ ডান পাশে শয়ন করা

٥٨٧١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيْءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ -

৫৮৭১ আব্দুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের শেষ দিকে এগার রাকাত সালাত আদায় করতেন। তারপর যখন সুবহে সাদিক হতো, তখন তিনি হাল্কা দু'রাকাত সালাত আদায় করতেন। এরপর তিনি নিজের ডান পাশে কাত হয়ে বিশ্রাম নিতেন। যতক্ষণ না মুয়ায্যিন এসে তাঁকে সালাতের খবর দিতেন।

banglainternet.com

٢٦١٩. بَابُ إِذَا بَاتَ طَاهِرًا

২৬১৯. পরিচ্ছেদ ঃ পবিত্র অবস্থায় রাত কাটানো এবং তার ফযীলত

٥٨٧٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَ أَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَ لاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَ بِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُوْلُ ، فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ ، قَالَ لاَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ ـ

৫৮৭২ মুসাদ্দাদ (র)..... বারা'আ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন ঃ যখন তুমি শোয়ার বিছানায় যেতে চাও, তখন তুমি সালাতের অযূর ন্যায় অযূ করবে। এরপর ডান পাশের উপর কাত হয়ে শুয়ে পড়বে। আর এ দু'আ পড়বে, হে আল্লাহ! আমি আমার চেহারাকে (অর্থাৎ যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে) তোমার হাতে সঁপে দিলাম। আর আমার সকল বিষয় তোমারই নিকট সমর্পণ করলাম এবং আমার পিঠখানা তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম। আমি তোমার গযবের ভয়ে ভীত ও তোমার রহমতের আশায় আশান্বিত। তোমার নিকট ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই এবং নেই মুক্তি পাওয়ার স্থান। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছ, আমি তার উপর ঈমান এনেছি এবং তুমি যে নবী পাঠিয়েছ আমি তাঁর উপর ঈমান এনেছি। যদি তুমি এ রাতেই মরে যাও, তোমার সে মওত স্বভাবধর্ম ইসলামের উপরই গণ্য হবে। অতএব তোমার এ দু'আগুলো যেন তোমার এ রাতের সর্বশেষ কথা হয় । রাবী বারা'আ বলেন, আমি বললাম ঃ আমি এ কথা মনে রাখবো। তবে بِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ সহ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, না ওভাবে নয়, তুমি বলবে, وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ

٢٦٢٠ بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا نَامَ

২৬২০. পরিচ্ছেদ ঃ ঘুমাবার সময় কি দু'আ পড়বে

٥٨٧٣ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا، وَ إِذَا قَامَ قَالَ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَ إِلَيْهِ النُّشُوْرُ ـ

banglainternet.com

৫৮৭৩ কাবীসা (র)..... হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করতে যেতেন, তখন তিনি এ দু'আ পড়তেন ঃ হে আল্লাহ! আপনারই নাম নিয়ে মরি আর আপনার নাম নিয়েই জীবিত হই। আর তিনি যখন জেগে উঠতেন তখন পড়তেন ঃ যাবতীয় প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের (নিদ্রা জাতীয়) মৃত্যুদানের পর আবার আমাদের পুনর্জীবিত করেছেন। (অবশেষে) আমাদের তাঁরই দরবারে মিলিত হতে হবে।

٥٨٧٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلاً وَحَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى رَجُلاً فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلِ اللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَ بِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ -

৫৮৭৪ সাঈদ ইব্ন রাবী ও মুহাম্মদ ইব্ন আর'আরা (র)..... বারা'আ ইব্ন আযিব (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ কোন এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, অন্য সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে অসিয়ত করলেন যে, যখন তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবে, তখন তুমি এ দু'আ পড়বে 'ইয়া আল্লাহ! আমি আমার প্রাণকে আপনার কাছে সোপর্দ করলাম, আর আমার বিষয় ন্যস্ত করলাম আপনার দিকে এবং আমার চেহারা আপনার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আপনার রহমতের আশায় এবং আপনার গযবের ভয়ে। আপনার নিকট ছাড়া আপনার গযব থেকে পালিয়ে যাওয়ার এবং আপনার আযাব থেকে বেঁচে যাওয়ার আর কোন জায়গা নেই। আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস করছি এবং আপনি যে নবী পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি।" যদি তুমি এ অবস্থায়ই মরে যাও, তবে তুমি স্বভাবধর্ম ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে।

٢٦٢١ بَابُ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى تَحْتَ الْخَدِّ الأَيْمَنِ

২৬২১. পরিচ্ছেদ ঃ ডান গালের নীচে হাত রেখে ঘুমানো

٥٨٧٥ حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ -

banglainternet.com

৫৮৭৫ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতে নিজ বিছানায় শোয়ার সময় নিজ হাতখানা গালের নীচে রাখতেন, তারপর বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনার নামেই মরি, আপনার নামেই জীবিত হই। আর যখন জাগতেন তখন বলতেন ঃ সে আল্লাহর জন্য প্রশংসা, যিনি মৃত্যুর পর আমাদের জীবন দান করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনরুত্থান।

٢٦٢٢ . بَابُ النَّوْمِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ

২৬২১. পরিচ্ছেদ ঃ ডান পাশের উপর ঘুমানো

٥٨٧٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا آوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ -

৫৮৭৬ মুসাদ্দাদ (র)..... বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নিজ বিছানায় বিশ্রাম নিতে যেতেন, তখন তিনি ডান পাশের উপর ঘুমাতেন এবং বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি আমার সত্তাকে আপনার কাছে সোপর্দ করলাম, এবং আমার চেহারা আপনারই দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আর আমার বিষয় ন্যস্ত করলাম আপনার দিকে আপনার রহমতের আশায়। আপনি ছাড়া কারো আশ্রয় নেই আর নেই কোন গন্তব্য। আপনার নাযিলকৃত কিতাবে ঈমান আনলাম এবং আপনার প্রেরিত নবী ﷺ-এর প্রতিও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি শোয়ার সময় এ দু'আগুলো পড়বে, আর সে এ রাতেই তার মৃত্যু হবে সে স্বভাব ধর্ম ইসলামের উপরই মরবে।

٢٦٢٣ . بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ بِاللَّيْلِ

২৬২৩. পরিচ্ছেদ ঃ রাতে ঘুম থেকে জাগার পর দু'আ

٥٨٧٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَى حَاجَتَهُ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْأً بَيْنَ وُضُوْئَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَ قَدْ أَبْلَغَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَتَّقِيهِ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَّتْ صَلاَتُهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَآذَنَهُ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ

banglainternet.com

اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا قَالَ كُرَيْبٌ وَسَبْعٌ فِي التَّابُوتِ فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ ، فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ -

৫৮৭৭ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি মায়মূনা (রা)-এর ঘরে রাত কাটালাম। তখন নবী ﷺ উঠে তাঁর প্রয়োজনাদি সেরে মুখ-হাত ধুয়ে শুইয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আবার জেগে উঠে পানির মশকের নিকট গিয়ে এর মুখ খুললেন। এরপর মাঝারি রকমের এমন অযূ করলেন যে; তাতে বেশী পানি লাগালেন না। অথচ পুরা অযূই করলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করতে লাগলেন। তখন আমিও জেগে উঠলাম। তবে আমি কিছু দেরী করে উঠলাম। এজন্য যে, আমি এটা পছন্দ করলাম না যে, তিনি আমার অনুসরণকে দেখে ফেলেন। যা হোক আমি অযূ করলাম। তখনও তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। সুতরাং আমি গিয়ে তাঁর বাম দিকে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি আমার কান ধরে তাঁর ডান দিকে আমাকে ঘুরিয়ে নিলেন। এরপর তাঁর তেরো রাকা'আত সালাত পূর্ণ হলো। তারপর তিনি আবার কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন কি নাক ডাকাতেও লাগলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি ঘুমালে নাক ডাকাতেন। এরপর বিলাল (রা) এসে তাঁকে জাগালেন। তখন তিনি নতুন অযূ না করেই সালাত আদায় করলেন। তাঁর দু'আর মধ্যে এ দু'আও ছিল ঃ "ইয়া আল্লাহ ! আপনি আমার অন্তরে আমার চোখে, আমার কানে, আমার ডানে – বামে, আমার উপর-নীচে, আমার সামনে-পেছনে, আমার জন্য নূর দান করুন। কুরায়ব (র) বলেন, এ সাতটি আমার তাবূতের মত। এরপর আমি আব্বাসের পুত্রদের একজনের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম, তিনি আমাকে এ সাতটি অঙ্গের কথা বর্ণনা করলেন এবং রগ, গোশত, রক্ত, চুল ও চামড়ার উল্লেখ করলেন এবং আরো দুটির কথা উলেখ করেন।

٥٨٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَوْ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ -

banglainternet.com

৫৮৭৮ আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়াতেন, তখন বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি রক্ষক আসমান ও যমীনের এবং যা কিছু এগুলোর মধ্যে আছে, আপনিই তাদের নূর। আর যাবতীয় প্রশংসা শুধু আপনারই। আসমান যমীন এবং এ দু'এর মধ্যে যা আছে, এসব কিছুকে সুদৃঢ় ও কায়েম রাখার একমাত্র মালিক আপনিই। আর সমূহ প্রশংসা একমাত্র আপনারই। আপনিই সত্য, আপনার ওয়াদা সত্য, আপনার কথা সত্য, আখিরাতে আপনার সাক্ষাত লাভ করা সত্য, বেহেশত সত্য, দোযখ সত্য, কিয়ামত সত্য, পয়গাম্বরগণ সত্য, এবং মুহাম্মদ সত্য। ইয়া আল্লাহ! আপনারই কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। আমি একমাত্র আপনারই উপর ভরসা রাখি। একমাত্র আপনারই উপর ঈমান এনেছি। আপনারই দিকে ফিরে চলছি। শত্রুদের সাথে আপনারই খাতিরে শত্রুতা করি। আপনারই নিকট বিচার চাই। অতএব আমার আগের পরের এবং লুক্কায়িত প্রকাশ্য গুনাহসমূহ আপনি মাফ করে দিন। আপনিই কাউকে এগিয়ে দাতা, আর কাউকে পিছিয়ে দাতা আপনি ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই।

٢٦٢٤ بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ الْمَنَامِ

২৬২৪. ঘুমানোর সময়ের তাসবীহ ও তাকবীর বলা

٥٨٧٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ شَكَتْ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدْهُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ ، قَالَ فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبْتُ أَقُومُ ، فَقَالَ مَكَانَكِ فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي ، فَقَالَ أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ إِذَا أَوَيْتُمَا فِرَاشَكُمَا أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا ، فَكَبِّرَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَهُذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ - وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ التَّسْبِيحُ أَرْبَعٌ وَثَلاَثِينَ -

৫৮৭৯ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। একবার গম পেষার চাক্কি ঘুরানোর কারণে ফাতিমা (রা)-এর হাতে ফোস্কা পড়ে গেল। তখন তিনি একটি খাদেম চেয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে নবী ﷺ -এর কাছে এলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে পেলেন না। তখন তিনি আসার উদ্দেশ্যটি 'আয়েশা (রা)-এর নিকট ব্যক্ত করে গেলেন। এরপর তিনি যখন ঘরে এলেন তখন 'আয়েশা (রা) এ বিষয়টি তাঁকে জানালেন। তারপর নবী ﷺ আমাদের কাছে এমন সময় আসলেন যখন আমরা বিছানায় বিশ্রাম গ্রহণ করেছি। তখন আমি উঠতে চাইলে তিনি বললেন ঃ নিজ জায়গায়ই থাকো। তারপর আমাদের মাঝখানেই তিনি এমনিভাবে বসে গেলেন যে, আমি তার দু'পায়ের শীতল স্পর্শ

banglainternet.com

আমার বুকে অনুভব করলাম। তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন একটি আমল বাতলে দেবনা, যা তোমাদের জন্য একটি খাদেমের চাইতেও অনেক বেশী উত্তম। যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করতে যাবে, তখন তোমরা আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আল্‌হাদু লিল্লাহ ৩৩ বার পড়বে। এটা তোমাদের জন্য একটি খাদেমের চাইতেও অনেক বেশী মঙ্গলজনক। ইবন সীরীন (র) বলেন ঃ তাসবীহ হলো ৩৪ বার ।

٢٦٢٥ . بَابُ التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَنَامِ

২৬২৫. পরিচ্ছেদ ঃ ঘুমাবার সময় আল্লাহর পানাহ চাওয়া এবং কুরআন পাঠ করা

٥٨٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ جَسَدَهُ ـ

৫৮৮০ আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (ঘুমাবার জন্য) বিছানায় যেতেন, তখন মুয়াওবিযাত (ফালাক ও নাস) পড়ে তাঁর দু'হাতে ফুঁক দিয়ে তা শরীরে মসেহ করতেন।

٢٦٢٦ . بَابٌ

২৬২৬. পরিচ্ছেদ ঃ

٥٨٨١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا آوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُوْلُ : بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِيْنَ * تَابَعَهُ أَبُوْ ضَمْرَةَ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَقَالَ يَحْيَى وَبِشْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

৫৮৮১ আহমদ ইবন ইউনুস (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ; তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ শয্যা গ্রহণ করতে যায়, তখন সে যেন তার লুঙ্গীর ভেতর দিক দিয়ে নিজ বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কারণ, সে জানেনা যে, বিছানার উপর তার অবর্তমানে কষ্টদায়ক কোন কিছু রয়েছে কিনা। তারপর পড়বে ঃ باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت

banglainternet.com

نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين হে আমার প্রতিপালক! আপনারই নামে আমার দেহখানা বিছানায় রাখলাম এবং আপনারই নামে আবার উঠাবো। যদি আপনি ইতিমধ্যে আমার জান কব্য করে নেন; তা হলে, তার উপর দয়া করবেন। আর যদি তা আমাকে ফিরিয়ে দেন, তবে তাকে এমনভাবে হিফাযত করবেন, যেভাবে আপনি আপনার নেক বান্দাদের হিফাযত করে থাকেন।

٢٦٢٧ . بَابُ الدُّعَاءِ نِصْفُ اللَّيْلِ

২৬২৭. পরিচ্ছেদ ঃ মধ্যরাতের দু'আ

٥٨٨٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ـ

৫৮৮২ আবদুল আযীয ইব্ন আব্দুল্লাহ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের নিকটতম আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন ঃ আমার নিকট দু'আ করবে কে? আমি তার দু'আ কবূল করবো। আমার নিকট কে চাবে? আমি তাকে দান করবো। আমার কাছে কে তার গুনাহ মাফী চাবে? আমি তাকে মাফ করে দেবো।

٢٦٢٨ . بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَلاَءِ

২৬২৮. পরিচ্ছেদ ঃ পায়খানায় প্রবেশ করার সময়ের দু'আ

٥٨٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ـ

৫৮৮৩ মুহাম্মদ ইব্ন আর'আরা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার কাছে যাবতীয় পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় শয়তানদের থেকে পানাহ চাচ্ছি।

٢٦٢٩ . بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا أَصْبَحَ

২৬২৭. পরিচ্ছেদ ঃ ভোর হলে কি দু'আ পড়বে

banglainternet.com

٥٨٨٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ

خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، إِذَا قَالَ حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ -

৫৮৮৪ মুসাদ্দাদ (র) ..... শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার হলো ঃ "ইয়া আল্লাহ! আপনিই আমার পালনকর্তা। আপনি ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর আমি আপনারই গোলাম। আর আমি আমার সাধ্যানুযায়ী আপনার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর সুদৃঢ়ভাবে কায়েম আছি। আমি আমার প্রতি আপনার নিয়ামত স্বীকার করছি এবং কৃতগুনাহসমূহকে স্বীকার করছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। কারণ আপনি ছাড়া ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আমি আমার কৃতগুনাহের মন্দ পরিণাম থেকে আপনারা কাছে পানাহ চাচ্ছি।" যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় এ দু'আ পড়বে, আর এ রাতেই মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাবী বলেন, অথবা তিনি বলেছেন ঃ সে হবে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি সকালে এ দুআ পড়বে, আর এ দিনই মারা যাবে সেও অনুরূপ জান্নাতী হবে।

٥٨٨٥ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ : بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ -

৫৮৮৫ আবূ নুয়ায়ম (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন ঘুমাতে চাইতেন, তখন বলতেন ঃ "ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার নামেই মরি এবং জীবিত হই।" আর তিনি যখন ঘুম থেকে সজাগ হতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহ তা'আলারই যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাদের (নিদ্রা জাতীয়) ওফাত দেওয়ার পর আবার নতুন জীবন দান করেছেন। আর অবশেষে তাঁরই কাছে আমাদের পুনরুত্থান হবে।

٥٨٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ -

৫৮৮৬ আবদান (র)..... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন রাতে বিছানায় যেতেন তখন দু'আ পড়তেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি আপনারই নামে মরি এবং জীবিত হই। আর যখন তিনি জেগে উঠতেন তখন বলতেন ঃ "সকল প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাদের জীবিত করেছেন, (নিদ্রা জাতীয়) মৃত্যুর পর এবং তারই কাছে পুনরুত্থান সুনিশ্চিত।"

banglainternet.com

٢٦٢٣٠ . بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ

২৬৩০. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের মধ্যে দু'আ পড়া

٥٨٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِي صَلاَتِي ، قَالَ قُلْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - وَقَالَ عَمْرٌو عَنْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ -

৫৮৮৭ আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবূ বকর সিদ্দিকী (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি নবী ﷺ -এর নিকট বললেন, আপনি আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন, যা দিয়ে আমি সালাতে দু'আ করব। তিনি বললেন ঃ তুমি সালাতে পড়বে ঃ "ইয়া আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশী যুলুম করে ফেলেছি। আপনি ছাড়া আমার গুনাহ মাফ করার আর কেউ নেই। অতএব আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে মাফ করে দিন। আর আমার প্রতি দয়া করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।"

٥٨٨٨ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا أُنْزِلَتْ فِي الدُّعَاءِ -

৫৮৮৮ আলী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (আল্লাহর বাণী) - "..... সালাতে স্বর উচ্চ করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না ..... ।" এ আয়াতটি দু'আ সম্পর্কেই নাযিল করা হয়েছে।

٥٨٨٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ فِي الصَّلاَةِ السَّلاَمُ عَلَى اللهِ عَلَى فُلاَنٍ ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ : التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ إِلَى قَوْلِهِ الصَّالِحِيْنَ ، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ لِلّٰهِ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ صَالِحٍ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ -

৫৮৮৯ উসমান ইবন আবূ শায়বা (র)..... আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা সালাতে বলতাম ঃ "আসসালামু আলাল্লাহি আসসালামু আলা ফুলানিন।" তখন একদিন নবী ﷺ আমাদের বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তিনি নিজেই সালাম। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন সালাতে বসবে, তখন সে যেন التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ ..... الصَّالِحِيْنَ পর্যন্ত পড়ে। সে যখন এতটুকু পড়বে তখন আসমান যমীনের আল্লাহর

banglainternet.com

সব নেক বান্দাদের নিকট তা পৌঁছে যাবে। তারপর বলবে, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ তারপর হামদ সানা যা ইচ্ছা পড়তে পারবে।

٢٦٣١ . بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

২৬৩১. পরিচ্ছেদ ঃ সালাতের পরের দু'আ

٥٨٩٠ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ ، قَالَ كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : صَلُّوا كَمَا صَلَّيْنَا وَجَاهِدُوا كَمَا جَاهَدْنَا وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ ، قَالَ أَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ إِلاَّ مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ ، تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَ تَحْمَدُونَ عَشْرًا وَ تُكَبِّرُونَ عَشْرًا * تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سُمَيٍّ وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ سُمَيٍّ وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫৮৯০ ইসহাক (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। গরীব সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! ধনশীল লোকেরা তো উচ্চমর্যাদা ও চিরস্থায়ী নিয়ামত নিয়ে আমাদের থেকে এগিয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তা কেমন করে? তাঁরা বললেন ঃ আমরা যে রকম সালাত আদায় করি, তাঁরাও সে রকম সালাত আদায় করেন। আমরা সে রূপ জিহাদ করি, তাঁরাও সেরূপ জিহাদ করেন এবং তাঁরা তাদের অতিরিক্ত মাল দিয়ে সাদাকা-খায়রাত করেন; কিন্তু আমাদের কাছে সম্পদ নেই। তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদের একটি আমল বাতলে দেবনা, যে আমল দ্বারা তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের মর্যাদা অর্জন করতে পারবে, আর তোমাদের পরবর্তীদের চাইতে এগিয়ে যেতে পারবে, আর তোমাদের অনুরূপ আমল কেউ করতে পারবেনা, কেবলমাত্র যারা তোমাদের ন্যায় আমল করবে তারা ব্যতীত। সে আমল হলো তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর ১০ বার 'সুবহানাল্লাহ', ১০ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ১০ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করবে।

٥٨٩١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ إِذَا سَلَّمَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

banglainternet.com

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ -

৫৮৯১ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... মুগীরা (রা) আবূ সুফিয়ানের পুত্র মু'আবিয়া (র)-এর নিকট এক পত্রে লিখেন যে, নবী ﷺ প্রত্যেক সালাতে সালাম ফিরানোর পর বলতেন ঃ আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই। তিনি একাই মাবূদ। তাঁর কোন শরীক নেই। মুলক তাঁরই, যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। ইয়া আল্লাহ! আপনি কাউকে যা দান করেন তাতে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। আর আপনি যাকে কোন কিছু দিতে বিরত থাকেন তাকে তা দেওয়ার মতো কেউ নেই। আপনার রহমত না হলে কারো চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না।

٢٦٣١ . بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَصَلِّ عَلَيْهِمْ مَنْ خَصَّ أَخَاهُ بِالدُّعَاءِ دُوْنَ نَفْسِهِ وَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ -

২৬৩১. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ তুমি দু'আ করবে..... (৯ ঃ ১০৩) আর যিনি নিজকে বাদ দিয়ে কেবল নিজের ভাই-এর জন্য দু'আ করেন। আবূ মূসা (রা) বলেন, নবী ﷺ দু'আ করেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি উবায়দ আবূ আমিরকে মাফ করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি আব্দুল্লাহ ইব্ন কায়সের গুনাহ মাফ করে দিন

৫৮৯২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَبَا عَامِرٍ لَوْ أَسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ فَنَزَلَ يَحْدُوْبِهِمْ يُذَكِّرُ * تَاللهِ لَوْلاَ اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا * ذَكَرَ شِعْرَ غَيْرَ هٰذَا وَ لٰكِنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ هٰذَا السَّائِقُ ؟ قَالُوْا عَامِرُ بْنُ الأَكْوَعِ قَالَ يَرْحَمُهُ اللهُ وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَارَسُوْلَ اللهِ لَوْلاَ مَتَّعْتَنَا بِهِ ، فَلَمَّا صَافَّ الْقَوْمُ قَاتَلُوْهُمْ ، فَأُصِيْبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ فَمَاتَ فَلَمَّا أَمْسَوْا أَوْقَدُوْا نَارًا كَثِيْرَةً ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا هٰذِهِ النَّارُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوْقِدُوْنَ ؟ قَالُوْا عَلَى حُمُرٍ أَنْسِيَّةٍ فَقَالَ أَهْرِيْقُوْا مَا فِيْهَا وَكَسِّرُوْهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ نُهَرِيْقُ مَا فِيْهَا وَ نَغْسِلُهَا ؟ قَالَ أَوْ ذَاكَ -

৫৮৯২ মুসাদ্দাদ (র)..... সালামা ইব্ন আক্‌ওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে খায়বার অভিযানে বের হলাম। সেনাবাহিনীর এক ব্যক্তি বললেন ঃ ওহে আমির! যদি আপনি আপনার ছোট ছোট কবিতা থেকে কিছুটা আমাদের শুনাতেন? তখন তিনি সাওয়ারী থেকে নেমে হুদী গাইতে গাইতে বাহন হাঁকিয়ে নিতে শুরু করলেন। তাতে উল্লেখ করলেন:

banglainternet.com

আল্লাহ তা'আলা না হলে আমরা হেদায়েত পেতাম না। (রাবী বলেন) এ ছাড়া আরও কিছু কবিতা তিনি আবৃত্তি করলেন, যা আমি স্মরণ রাখতে পরিনি। তখন রাসূলাল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ উট চালক লোকটি কে? সাথীরা বললেন ঃ উনি আমির ইব্ন আক্ওয়া। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তার উপর রহম করুন। তখন দলের একজন বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার দু'আর সাথে আমাদেরকেও শামিল করলে ভাল হতো না? এরপর যখন মুজাহিদগণ কাতার বন্দী হয়ে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করলেন। এ সময় আমির (রা) তাঁর নিজের তরবারীর অগ্রভাগের আঘাতে আহত হলেন এবং এ আঘাতের দরুন তিনি মারা গেলেন। এদিন লোকেরা সন্ধ্যার পর (পাকের জন্য) বিভিন্নভাবে অনেক আগুন জ্বালালেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ সব আগুন কিসের? এসব আগুন দিয়ে তোমরা কি জ্বাল দিচ্ছ। তারা বললেন ঃ আমরা গৃহপালিত গাধার মাংস জ্বাল দিচ্ছি। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ ডেগগুলোর মধ্যে যা আছে, তা সব ফেলে দাও এবং ডেগগুলোও ভেঙ্গে ফেল। এক ব্যক্তি বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! ডেগগুলোর মধ্যে যা আছে তা ফেলে দিলে এবং পাত্রগুলো ধুয়ে নিলে চলবেনা? তিনি বললেন ঃ তবে তাই কর।

٥٨٩٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ فَأَتَاهُ أَبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى -

৫৮৯৩ মুসলিম (র)..... ইব্ন আবূ আওফা (রা) বর্ণনা করতেন, যখন কেউ কোন সাদাকা নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট আসতো তখন তিনি দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি অমুকের পরিজনের উপর রহম নাযিল করেন। একবার আমার আব্বা তাঁর কাছে কিছু সাদাকা নিয়ে এলে তিনি বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি আবূ আওফার বংশধরের উপর রহমত করুন।

٥٨٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَهُوَ نُصُبٌ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَكَّ فِي صَدْرِي ، فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ فَخَرَجْتُ فِي خَمْسِينَ مِنْ أَحْمَسَ مِنْ قَوْمِي وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَانْطَلَقْتُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي فَأَتَيْتُهَا فَأَحْرَقْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الأَجْرَبِ قَالَ فَدَعَا لأَحْمَسَ وَخَيْلِهَا -

৫৮৯৪ আলী ইব্ন অব্দুল্লাহ (র)..... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি যুল-খালাসাহকে নিশ্চিহ্ন করে আমাকে চিন্তামুক্ত করবে? সেটা ছিল এক

banglainternet.com

মূর্তি। লোকেরা এর পূজা করতো। সেটাকে বলা হতো ইয়ামানী কাবা। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পরি না। তখন তিনি আমার বুকে জোরে একটা থাবা মারলেন এবং বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি তাকে স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়েতকারী ও হিদায়েতপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন। তখন আমি আমারই গোত্র আহমাসের পঞ্চাশজন যোদ্ধাসহ বের হলাম। সুফিয়ান (র) বলেন ঃ তিনি কোন কোন সময় বলেছেন ঃ আমি আমার গোত্রের একদল যোদ্ধার মধ্যে গেলাম। তারপর আমি সেই মূর্তিটির নিকট গিয়ে তাকে জ্বালিয়ে ফেললাম। এরপর আমি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি যুল-খালাসাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পাঁচড়াযুক্ত উটের ন্যায় করে ছেড়েই আপনার কাছে এসেছি। তখন তিনি আহমাস গোত্র ও তার যোদ্ধাদের জন্য দু'আ করলেন।

٥٨٩٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَسٌ خَادِمُكَ قَالَ اللّٰهُمَّ اكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ -

৫৮৯৫ সাঈদ ইব্ন রাবী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন উম্মে সুলায়ম (রা) নবী ﷺ কে বললেনঃ আনাস তো আপনারই খাদেম। তখন তিনি বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি তার সম্পদ সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন এবং আপনি তাকে যা কিছু দান করেছেন, তাতে বরকত দান করুন।

٥٨٩٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي سُوْرَةِ كَذَا كَذَا -

৫৮৯৬ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে মসজিদে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তার উপর রহমত করুন। সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি অমুক অমুক সূরা থেকে ভুলে গিয়েছিলাম।

٥٨٩٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَغَضِبَ حَتّٰى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى لَقَدْ أُوْذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ -

banglainternet.com

৫৮৯৭ হাফ্স ইব্ন উমর (র)..... আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ গনীমতের মাল বন্টন করে দিলেন তখন এক ব্যক্তি মন্তব্য করলেন ঃ এটা এমন বাটোয়ারা হলো যার মধ্যে আল্লাহর

সন্তুষ্টির খেয়াল রাখা হয় নি। আমি তা নবী ﷺ কে জানালে তিনি রাগান্বিত হলেন। এমনকি আমি তাঁর চেহারার মধ্যে রাগের আলামত দেখতে পেলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ মূসা (আ)- এর প্রতি রহম করুন তাঁকে এর চাইতে অধিকতর কষ্ট দেয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।

٢٦٣٣ . بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّجْعِ فِي الدُّعَاءِ

২৬৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ দু'আর মধ্যে ছন্দোবদ্ধ শব্দ ব্যবহার করা মাকরূহ

٥٨٩٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ أَبُوْ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخَرِّيْتِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلاَثَ مِرَارٍ وَلاَ تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ وَلاَ أُلْفِيَنَّكَ أَتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيْثَهُمْ ، فَتُمِلُّهُمْ وَلَكِنْ أَنْصِتْ فَإِذَا أَمَرُوْكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُوْنَهُ ، فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ ، فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لاَ يَفْعَلُوْنَ إِلاَّ ذٰلِكَ يَعْنِي لاَ يَفْعَلُوْنَ إِلاَّ ذٰلِكَ الاِجْتِنَابَ -

৫৮৯৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাকান (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তুমি প্রতি জুমু'আয় লোকদের হাদীস শোনাবে। যদি এতে তুমি ক্লান্ত না হও তবে সপ্তাহে দুবার। আরও অধিক করতে চাও তবে তিনবার। আরও অধিক ওয়ায করে এ কুরআনের প্রতি মানুষের মনে বিরক্তির সৃষ্টি করো না। লোকেরা তাদের কথাবার্তায় মশগুল থাকা অবস্থায় তুমি তাদের কাছে এসে তাদের উপদেশ দেবে – আমি যেন এমন অবস্থায় তোমাকে না পাই। কারণ এতে তাদের কথায় বিঘ্ন সৃষ্টি হবে এবং তারা বিরক্তি বোধ করবে। বরং তুমি এ সময় নীরব থাকবে। যদি তারা আগ্রহভরে তোমাকে উপদেশ দিতে বলে তাহলে তুমি তাদের উপদেশ দেবে। আর তুমি দু'আর মধ্যে ছন্দবদ্ধ কবিতা পরিহার করবে। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে তা পরিহার করতেই দেখেছি।

٢٦٣٤ . بَابُ لِيَعْزِمِ الْمَسْئَلَةَ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ

২৬৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ কবূল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দু'আ করবে। কারণ কবূল করতে আল্লাহ্কে বাধা দানকারী কেউ নেই

٥٨٩٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْئَلَةَ وَلاَ يَقُوْلَنَّ اللّٰهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ -

banglainternet.com

৫৮৯৯ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ দু'আ করলে দু'আর সময় ইয়াকীনের সাথে দু'আ করবে এবং একথা বলবেনা ইয়া আল্লাহ! আপনার ইচ্ছা হলে আমাকে কিছু দান করুন। কারণ আল্লাহকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।

٥٩٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْئَلَةَ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ -

৫৯০০ আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কখনো একথা বলবেনা যে, ইয়া আল্লাহ! আপনার ইচ্ছা হলে আমাকে মাফ করে দিন। ইয়া আল্লাহ! আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে দয়া করুন। বরং দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দু'আ করবে। কারণ আল্লাহকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।

٢٦٣٥. بَابُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ

২৬৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ (কবূলের জন্য) তাড়াহুড়া না করলে (দেরীতে হলেও) বান্দার দু'আ কবূল হয়ে থাকে

٥٩٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ -

৫৯০১ আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন তোমাদের প্রত্যেকের দু'আ কবূল হয়ে থাকে। যদি সে তাড়াহুড়া না করে। আর বলে যে, আমি দু'আ করলাম। কিন্তু আমার দু'আ তো কবূল হলো না।

٢٦٣٦ . بَابُ رَفْعِ الأَيْدِيْ فِي الدُّعَاءِ وَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى الأَشْعَرِيُّ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ ، قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ وَقَالَ الأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ وَشَرِيْكٍ سَمِعَا أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

২৬৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ দু'আর সময় দু'খানা হাত উঠানো। আবূ মূসা (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ দু'খানা হাত এতটুকু তুলে দু'আ করতেন যে, আমি তাঁর বগলের ফর্সা রং দেখতে পেয়েছি। ইবন উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ দু'খানা হাত তুলে দু'আ করেছেন ঃ ইয়া আল্লাহ!

banglainternet.com

খালিদ যা করেছে আমি তা থেকে অসন্তোষ প্রকাশ করছি। অন্য এক সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ উভয় হাত এতটুকু তুলে দু'আ করেছেন যে, আমি তার বগলের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি

٢٦٣٧ . بَابُ الدُّعَاءِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

২৬৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ কিবলামুখী না হয়ে দু'আ করা

٥٩٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا ، فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَمَطِرْنَا حَتَّى مَا كَادَ الرَّجُلُ يَصِلُ إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَلَمْ نَزَلْ نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ ، فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ ادْعُ اللهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا ، فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَلَا يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ -

৫৯০২ মুহাম্মদ ইব্ন মাহবূব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ জুমু'আর দিনে খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। একব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের উপর বৃষ্টির জন্য দু'আ করুন। (তিনি দু'আ করলেন) তখনই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং এমন বৃষ্টি হলো যে, মানুষ আপন ঘরে পৌঁছতে পারলো না এবং পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত একাধারে বৃষ্টি হতে থাকলো। পরবর্তী জুমু'আর দিনে সেই ব্যক্তি অথবা অন্য একব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো ঃ আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন; তিনি যেন আমাদের উপর মেঘ সরিয়ে নেন। আমরা তো ডুবে গেলাম। তখন তিনি দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের আশে-পাশে বর্ষণ করুন। আমাদের উপর (আর) বর্ষণ করবেন না। তখন মেঘ বিক্ষিপ্ত হয়ে আশে-পাশে ছড়িয়ে পড়লো। মদীনাবাসীর উপর আর বৃষ্টি হলো না।

٢٦٣٨ بَابُ الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

২৬৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা

٥٩٠٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هَذَا الْمُصَلَّى نَسْتَسْقِي فَدَعَا وَاسْتَسْقَى ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَّبَ رِدَاءَهُ -

banglainternet.com

৫৯০৩ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ ইস্‌তিস্‌কা'র (বৃষ্টির) সালাতের উদ্দেশ্যে এ ঈদগাহে গমন করলেন এবং বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। তারপর কিব্‌লামুখী হয়ে নিজের চাদরখানা উল্‌টিয়ে গায়ে দিলেন।

٢٦٣٩ . بَابُ دَعْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِخَادِمِهِ بِطُوْلِ الْعُمْرِ وَبِكَثْرَةِ مَالِهِ

২৬৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ আপন খাদেমের দীর্ঘজীবী হওয়া এবং বেশী মালদার হওয়ার জন্য নবী ﷺ -এর দু'আ

٥٩٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أُمِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ خَادِمُكَ أَنَسٌ ، اُدْعُ اللهَ لَهُ ، قَالَ اللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ -

৫৯০৪ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবুল আস্‌ওয়াদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আনাস আপনারই খাদেম। আপনি তার জন্য দু'আ করুন। তিনি দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি তার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন। আর তাকে আপনি যা কিছু দান করেছেন তাতে বরকত দান করুন।

٢٦٤٠ . بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ

২৬৪০. পরিচ্ছেদ ঃ বিপদের সময় দু'আ করা

٥٩٠٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْ عِنْدَ الْكَرْبِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

৫৯০৫ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বিপদের সময় এ দু'আ পড়তেন ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। যিনি মহান ও ধর্যশীল। আল্লাহ ভিন্ন আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই আসমান যমীনের রব ও মহান আরশের প্রভু।

٥٩٠٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ، وَقَالَ وَهْبٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ -

৫৯০৬ মুসাদ্দাদ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সংকটের সময় নবী ﷺ এ দু'আ পড়তেন ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও অশেষ ধৈর্যশীল, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আরশে আযীমের প্রভু। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই। আসমান যমীনের প্রতিপালক ও সম্মানিত আরশের মালিক।

banglainternet.com

٢٦٤١. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ

২৬৪১. পরিচ্ছেদ ঃ কঠিন বিপদের কষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া

٥٩٠٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي سُمَيٌّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَ سُوْءِ الْقَضَاءِ وَ شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ * قَالَ سُفْيَانُ الْحَدِيْثُ ثَلاَثٌ زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً لاَ أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ -

৫৯০৭ আলী ইবন আব্দুল্লাহ (র)..... আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বালা মুসীবতের কঠোরতা, দুর্ভাগ্যে নিঃপতিত হওয়া, নিয়তির অশুভ পরিণাম এবং দুশমনের খুশী হওয়া থেকে পানাহ চাইলেন। সুফিয়ান (র) হাদীসে তিনটির কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি আমি বৃদ্ধি করেছি। জানিনা তা এগুলোর কোনটি।

٢٦٤٢. بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الأَعْلَى

২৬৪২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর দু'আ আল্লাহুম্মা রাফীকাল আলা

٥٩٠٨ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ لَنْ يُقْبَضَ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي غَشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الأَعْلَى ، قُلْتُ إِذًا لاَ يَخْتَارُنَا وَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَدِيْثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيْحٌ قَالَتْ فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الأَعْلَى -

৫৯০৮ সাঈদ ইবন উফায়র (র)..... 'আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ সুস্থাবস্থায় বলতেন ঃ জান্নাতের স্থানে না দেখিয়ে কোন নবীর জান কব্য করা হয় না, যতক্ষণ না তাঁকে তাঁর ঠিকানা দেখানো হয় এবং তাঁকে ইখ্তিয়ার দেওয়া হয় (দুনিয়াতে থাকবেন না আখিরাতকে গ্রহণ করবেন)। এরপর যখন তাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত হলো, তখন তাঁর মাথাটা আমার উরুর উপর ছিল। কিছুক্ষণ অজ্ঞান থাকার পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো। তখন তিনি ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "আল্লাহুম্মা রাফীকাল আলা" ইয়া আল্লাহ! আমি রফীকে আলা (শ্রেষ্ঠ বন্ধু)কে গ্রহণ করলাম। আমি বললাম ঃ এখন থেকে তিনি আর আমাদের পছন্দ করবেন না। আর এটাও বুঝতে পারলাম যে, তিনি সুস্থাবস্থায় আমাদের কাছে যা বলতেন এটি তাই। আর তা সঠিক। 'আয়েশা (রা) এটি ছিল তাঁর সর্বশেষ বাক্য যা তিনি বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে গ্রহণ করলাম।

banglainternet.com

٢٦٤٣ . بَابُ الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ

২৬৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত্যু এবং জীবনের জন্য দু'আ করা

٥٩٠٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا وَ قَدِ اكْتَوٰى سَبْعًا قَالَ لَوْ لاَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ -

৫৯০৯ মুসাদ্দাদ (র)..... কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খব্বাব (রা)-এর কাছে এলাম ; তিনি লোহা গরম করে শরীরে সাতবার দাগ দিয়েছিলেন। তিনি বললেন ঃ যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মৃত্যুর জন্য দু'আ করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমি এর জন্য দু'আ করতাম।

٥٩١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوٰى فِي بَطْنِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَوْ لاَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ -

৫৯১০ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... কায়স (র) বলেন, আমি খাব্বাব (রা)-এর নিকট গেলাম তিনি তাঁর পেটে সাতবার দাগ দিয়েছিলেন। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ যদি নবী ﷺ আমাদের মৃত্যুর জন্য দু'আ করতে নিষেধ না করতেন, তবে আমি এর জন্য দু'আ করতাম।

٥٩١١ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَ تَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي -

৫৯১১ ইব্ন সালাম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কোন বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা করবে না। আর যদি কেউ এমন অবস্থাতে পতিত হয় যে, তাকে মৃত্যু কামনা করতেই হয়, তবে সে (মৃত্যু কামনা না করে) দু'আ করবে ঃ ইয়া আল্লাহ্! যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়, ততদিন আমাকে জীবিত রাখো, আর যখন আমার জন্য মৃত্যুই মঙ্গলজনক হয় তখন আমার মৃত্যু দাও।

banglainternet.com

٢٦٤٤ . بَابُ الدُّعَاءِ لِلصِّبْيَانِ بِالْبَرَكَةِ وَمَسْحِ رُؤُسِهِمْ وَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى وُلِدَ لِي غُلاَمٌ وَ دَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَرَكَةِ

২৬৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ শিশুদের জন্য বরকতের দু'আ করা এবং তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া। আবূ মূসা (রা) বলেন, আমার এক ছেলে হলে নবী ﷺ তার জন্য বরকতের দু'আ করলেন

٥٩١٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ -

৫৯১২ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) বর্ণনা করেন। আমার খালা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গেলেন এবং বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এ ভাগ্নেটি অসুস্থ। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করলেন। এরপর তিনি অযু করলে, আমি তার অযূর পানি থেকে কিছুটা পান করলাম। তারপর আমি তাঁর পিঠের দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন আমি তাঁর উভয় কাঁধের মাঝে মোহরে নবুওয়াত দেখতে পেলাম। সেটা ছিল খাটের চাঁদোয়ার ঝালরের মত।

٥٩١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي عَقِيْلٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَامٍ مِنَ السُّوْقِ أَوْ إِلَى السُّوْقِ ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ فَيَقُوْلاَنِ أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ -

৫৯১৩ আব্দুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবূ আকীল (রা) বর্ণনা করেন। তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ ইব্ন হিশাম (রা) তাকে নিয়ে তিনি বাজারের দিকে বের হতেন। সেখান থেকে খাদ্যদ্রব্য কিনে নিতেন। তখন পথে ইব্ন যুবায়র (রা) ও ইব্ন উমর (রা)-এর দেখা হলে, তাঁরা তাঁকে বলতেন যে, এর মধ্যে আপনি আমাদেরও শরীক করে নিন। কারণ নবী ﷺ আপনার জন্য বরকতের দু'আ করেছেন। তখন তিনি তাঁদের শরীক করে নিতেন। তিনি বাহনের পিঠে লাভের পণ্যাদি পুরোপুরি পেতেন, আর তা ঘরে পাঠিয়ে দিতেন।

٥٩١٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلاَمٌ مِنْ بِئْرِهِمْ -

banglainternet.com

৫৯১৪ আব্দুল আযীয ইব্ন আব্দুল্লাহ (র)..... ইব্ন শিহাব (র) বর্ণনা করেন। মাহমূদ ইব্ন রাবী বর্ণনা করেছেন যে, তিনিই ছিলেন সে ব্যক্তি, শিশুকালে তাঁদেরই কূপ থেকে পানি মুখে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যার চেহারার উপর ছিটে দিয়েছিলেন।

٥٩١٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُوْ لَهُمْ فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ -

৫৯১৫ আব্দান (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর খিদমতে শিশুদের নিয়ে আসা হতো। তিনি তাঁদের জন্য দু'আ করতেন। একবার একটি শিশুকে আনা হলো। শিশুটি তাঁর কাপড়ের উপর পেশাব করে দিল। তিনি কিছু পানি আনালেন এবং তা তিনি কাপড়ের উপর ছিটিয়ে দিলেন আর তিনি কাপড় ধুলেন না।

٥٩١٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ مَسَحَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ -

৫৯১৬ আবুল ইয়ামান (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন সা'আলাবা ইব্ন সুয়ায়র (রা), যার মাথায় (শৈশবে) রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত বুলিয়েছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি সা'দ ইব্ন আবূ ওক্কাসকে বিত্‌রের সালাত এক রাকা'আত আদায় করতে দেখেছেন।

٢٦٤٥ . بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

২৬৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর উপর দরূদ পড়া

٥٩١٧ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا ، فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ، قَالَ فَقُوْلُوْا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

৫৯১৭ আদম (র)..... আব্দুর রাহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র) বর্ণনা করেন, একবার আমার সঙ্গে কাব ইব্ন উজরাহ (রা)-এর সাক্ষাত হলো। তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাকে একটি হাদিয়া দেবো না। তা হলো এই ঃ একদিন নবী ﷺ আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন, তখন আমরা বললাম,

banglainternet.com

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে কেমন করে সালাম দেব, আমরা আপনার উপর দরূদ কিভাবে পড়বো? তিনি বললেন ঃ তোমরা বলবে, ইয়া আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদের উপর ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর খাস রহমত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি ইব্‌রাহীম (আ)-এর পরিবারের উপর খাস রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত, উচ্চ মর্যাদাশীল। ইয়া আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদের উপর ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করুন, যেমন আপনি ইব্‌রাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযীল করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত উচ্চ মর্যাদাশীল।

٥٩١٨ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ هٰذَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي ؟ قَالَ قُولُوا : اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ -

৫৯১৮ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হামযা (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। একবার আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই যে 'আসসালামু আলাইকা' তা তো আমরা জেনে নিয়েছি। তবে আপনার উপর দরূদ কিরূপে পড়বো? তিনি বললেন ঃ তোমরা পড়বে ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর খাছ রহমত বর্ষণ করুন। যেমন করে আপনি ইব্‌রাহীম (আ)-এর উপর রহমত নাযিল করেছেন। আর আপনি মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত বর্ষণ করুন, যে রকম আপনি ইব্‌রাহীম (আ)-এর উপর এবং ইব্‌রাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করেছেন।

٢٦٤٦ بَابُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

২৬৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ ছাড়া অন্য কারো উপর দুরূদ পড়া যায় কিনা? আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ আপনি তাদের জন্য দু'আ করুন। নিশ্চয়ই আপনার দু'আ তাদের জন্য চিত্তস্বস্তিকর ৯ঃ১০৩

٥٩١٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ إِذَا أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ بِصَدَقَتِهِ قَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى -

৫৯১৯ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) আবূ আওফা (রা) বর্ণনা করেন, যখন কেউ নবী ﷺ -এর নিকট তার সাদাকা নিয়ে আসতেন, তখন তিনি দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি তার উপর রহমত বর্ষণ করুন। এভাবে আমার পিতা একদিন সাদাকা নিয়ে তাঁর কাছে এলে তিনি দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি আবূ আওফার পরিবারবর্গের উপর রহমত করুন।

banglainternet.com

٥٩٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ -

৫৯২০ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)..... আবূ হুমায়দ সাঈদী (র) বর্ণনা করেন। একবার লোকেরা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার উপর কিভাবে দরূদ পড়বো? তিনি বললেন ঃ তোমরা পড়বে, ইয়া আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদের ও তাঁর সহধর্মিণীগণ এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিগণের উপর রহমত নাযিল করুন। যেমন করে আপনি ইব্‌রাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল করেছেন। আর আপনি মুহাম্মদ, তাঁর সহধর্মিণীগণ এবং তাঁর আওলাদের উপর বরকত নাযিল করুন, যেমনভাবে আপনি ইব্‌রাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করেছেন। আপনি অতি প্রশংসিত এবং উচ্চ মর্যাদাশীল।

٢٦٤٧ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً

২৬৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি যাকে কষ্ট দিয়েছি, সে কষ্ট তার পরিশুদ্ধির উপায় এবং তার জন্য রহমত করে দিন

٥٩٢١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৫৯২১ আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ (র)..... আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ কে এ দু'আ করতে শুনেছেন ঃ ইয়া আল্লাহ! যদি আমি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে মন্দ বলে থাকি, তবে আপনি সেটাকে কিয়ামতের দিন তার জন্য আপনার নৈকট্য লাভের উপায় বানিয়ে দিন।

٢٦٤٨ . بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ

২৬৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ ফিত্‌না থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া

٥٩٢٢ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَإِذَا رَجُلٌ كَانَ

banglainternet.com

إِذَا لاَحَى الرِّجَالُ يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي ؟ قَالَ حُذَافَةُ ، ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولاً ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ الْحَائِطِ ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيثِ هَذِهِ الآيَةَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ -

৫৯২২ হাফস ইবন উমর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একবার লোকজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে নানা প্রশ্ন করতে লাগল, এমনকি প্রশ্ন করতে করতে তাঁকে বিরক্ত করে ফেললো। এতে তিনি রাগ করলেন এবং মিম্বরে আরোহণ করে বললেন ঃ আজ তোমরা যত প্রশ্ন করবে আমি তোমাদের সব প্রশ্নেরই বর্ণনা সহকারে জবাব দিব। এ সময় আমি ডানে ও বামে তাকাতে লাগলাম এবং দেখলাম যে, প্রতিটি লোকই নিজের কাপড় দিয়ে মাথা পেচিয়ে কাঁদছেন। এমন সময় একজন লোক, যাকে লোকের সাথে বিবাদের সময় তার বাপের নাম নিয়ে ডাকা হতো না, সে প্রশ্ন করলো ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা কে? তিনি বললেন ঃ হুযায়ফা। তখন উমর (রা) বলতে লাগলেন ঃ আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ কে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট। আমরা ফিত্না থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি ভাল মন্দের যে দৃশ্য আজ দেখলাম, তা আর কখনও দেখিনি। জান্নাত ও জাহান্নামের সূরত আমাকে এমন স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে, যেন এ দুটি এ দেয়ালের পেছনেই অবস্থিত। রাবী কাতাদা (র)-এ হাদীস উল্লেখ করার সময় এ আয়াতটি পড়তেন। (অর্থ) ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে।

٢٦٤٩ . بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

২৬৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ মানুষের আধিপত্য থেকে পানাহ (আল্লাহর আশ্রয়) চাওয়া

٥٩٢٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي طَلْحَةَ الْتَمِسْ لَنَا غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدِمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْ حَازَهَا ، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ

banglainternet.com

أَوْ كِسَاءٍ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالاً فَأَكَلُوا وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَنَبَتَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ -

৫৯২৩ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ তালহা (রা)-কে বললেন ঃ তুমি তোমাদের ছেলেদের মধ্য থেকে আমার খিদমত করার জন্য একটি ছেলে খুঁজে নিয়ে এস। আবূ তালহা (রা) গিয়ে আমাকে তাঁর সাওয়ারীর পিছনে বসিয়ে নিয়ে এলেন। তখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমত করে আসছি। যখনই কোন বিপদ দেখা দিত, তখন আমি তাঁকে বেশী করে এ দু'আ পড়তে শুনতাম ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের বোঝা এবং মানুষের আধিপত্য থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি সর্বদা তাঁর খিদমত করে আসছি, এমন কি যখন আমরা খায়বার অভিযান থেকে ফিরে আসছিলাম, তখন তিনি সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াইকে সঙ্গে নিয়ে আসলেন, তিনি তাঁকে গনীমতের মাল থেকে নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তখন আমি তাঁকে দেখছিলাম যে, তিনি তাঁকে একখানা চাদর অথবা একখানা কম্বল দিয়ে ঢেকে নিজের পেছনে বসিয়েছিলেন। যখন আমরা সবাই সাহ্বা নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন আমরা (সেখানে থেমে) 'হাইস' নামক খাবার তৈরী করে এক চামড়ার দস্তরখানে রাখলাম। তিনি আমাকে পাঠালেন, আমি গিয়ে কয়েক জন লোককে দাওয়াত করলাম। তাঁরা এসে খেয়ে গেলেন। এটি ছিল সাফিয়্যার সঙ্গে তাঁর বাসর যাপন। তারপর তিনি রওয়ানা হলে ওহোদ পর্বত তাঁর সামনে দেখা গেল, তখন তিনি বললেন ঃ এ এমন একটি পাহাড় যা আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। তারপর যখন মদীনার কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি মদীনার দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম (সম্মানিত) করছি, যে রকম ইব্রাহীম (আ) মক্কাকে হারাম (সম্মানিত) করেছিলেন। ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের মুদ্দ ও সা' এর মধ্যে বরকত দিন।

٢٦٥٠. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

২৬৫০. পরিচ্ছেদ ঃ কবরের আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

٥٩٢٤ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتَ خَالِدٍ ، قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

banglainternet.com

৫৯২৪ হুমায়দী (র)..... মূসা ইব্ন উক্‌বা (র) বর্ণনা করেছেন। উম্মে খালিদ বিন্‌ত খালিদ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ কে কবরের আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে শুনেছি। রাবী বলেন যে, এ হাদীস আমি উম্মে খালিদ ব্যতীত নবী ﷺ থেকে আর কাউকে বলতে শুনি নি।

٥٩٢٥ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُصْعَبٍ كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِخَمْسٍ وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا يَعْنِي الدَّجَّالَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

৫৯২৫ আদম (র)..... মুস্‌'আব (র) বর্ণনা করেন, সা'দ (রা) পাঁচটি জিনিস থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে নির্দেশ দিতেন এবং তিনি এগুলো নবী ﷺ থেকে উল্লেখ করতেন। তিনি এগুলো থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে এ দু'আ পড়তে নির্দেশ দিতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি কাপুরুষতা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, আমি অবহেলিত বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, আর আমি দুনিয়ার ফিত্‌না অর্থাৎ দাজ্জালের ফিত্‌না থেকেও আপনার আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমি কবরের আযাব থেকেও আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।

٥٩٢٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَى عَجُوزَيْنِ مِنْ عَجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا لِي إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

৫৯২৬ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার নিকট মদীনার দু'জন ইয়াহূদী বৃদ্ধা মহিলা এলেন। তাঁরা আমাকে বললেন যে, কবরবাসীদের তাদের কবরে আযাব দেওয়া হয়ে থাকে। তখন আমি তাদের একথা মিথ্যা বলে অভিহিত করলাম। আমার বিবেক তাঁদের কথাটিকে সত্য বলে মানতে চাইল না। তাঁরা দুজন বেরিয়ে গেলেন। আর নবী ﷺ আমার নিকট এলেন। আমি তাঁকে বললাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার নিকট দু'জন বৃদ্ধা এসেছিলেন। তারপর আমি তাঁকে তাঁদের কথা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তারা দু'জন সত্যই বলেছে। নিশ্চয়ই কবরবাসীদের এমন আযাব দেওয়া হয়ে থাকে, যা সকল চতুষ্পদ জীবজন্তু শুনে থাকে। এরপর থেকে আমি তাঁকে সর্বদা প্রত্যেক সালাতে কবরের আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে দেখেছি।

banglainternet.com

٢٦٥١. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

২৬৫১. পরিচ্ছেদ ঃ জীবন ও মৃত্যুর ফিত্না থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

٥٩٢٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

৫৯২৭ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেছেন যে, নবী ﷺ প্রায়ই বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় চাইছি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা এবং অতিরিক্ত বার্ধক্য থেকে। আরও আশ্রয় চাইছি, কবরের আযাব থেকে। আরও আশ্রয় চাইছি জীবন ও মৃত্যুর ফিত্না থেকে।

٢٦٥٢. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

২৬৫২. পরিচ্ছেদ ঃ গুনাহ এবং ঋণ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

٥٩٢٨ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اللّٰهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَ الْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -

৫৯২৮ মু'আল্লাহ ইব্ন আসাদ (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় চাই অলসতা, অতিরিক্ত বার্ধক্য, গুনাহ আর ঋণ থেকে, আর কবরের ফিত্না এবং কবরের আযাব থেকে। আর জাহান্নামের ফিত্না এবং এর আযাব থেকে, আর ধনবান হওয়ার পরীক্ষার মন্দ পরিণাম থেকে। আমি আরও আশ্রয় চাই দারিদ্রের অভিশাপ থেকে। আমি আরও আশ্রয় চাই মসীহ দাজ্জালের ফিত্না থেকে। ইয়া আল্লাহ! আমার গুনাহ-এর দাগগুলো থেকে আমার অন্তরকে বরফ ও শীতল পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিন এবং আমার অন্তরকে সমস্ত গুনাহ্ এর ময়লা থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেভাবে আপনি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে সাফ করার ব্যবস্থা করে থাকেন। আর আমার ও আমার গুনাহগুলোর মধ্যে এতটা দূরত্ব করে দিন, যত দূরত্ব আপনি দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন।

banglainternet.com

٢٦٥٣ . بَابُ الإِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ

২৬৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ কাপুরুষতা ও অলসতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

٥٩٢٩ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ : اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ -

৫৯২৯ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলতেনঃ ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই-দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা ও লোকজনের আধিপত্য থেকে।

٢٦٥٤ . بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْبُخْلِ

২৬৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ কৃপণতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

٥٩٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهٰؤُلاَءِ الْخَمْسِ وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

৫৯৩০ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পাঁচটি কাজ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তা নবী ﷺ থেকেই বর্ণনা করতেন। তিনি দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, আমি আশ্রয় চাই কাপুরুষতা থেকে, আমি আশ্রয় চাই অবহেলিত বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে, আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই দুনিয়ার বড় ফিতনা (দাজ্জালের ফিত্‌না) থেকে এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে।

٢٦٥٥ بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

২৬৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ দুঃসহ দীর্ঘায়ু থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

٥٩٣١ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ يَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ -

banglainternet.com

৫৯৩১ আবূ মা'মার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি অলসতা থেকে আপনার আশ্রয় চাই এবং আমি আপনার কাছে কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় চাই। আমি আপনার কাছে আরও আশ্রয় চাই দুঃসহ দীর্ঘায়ু থেকে এবং আমি কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় চাই।

٢٦٥٦. بَابُ الدُّعَاءِ بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْوَجَعِ

২৬৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহামারী ও রোগ যন্ত্রণা দূর হওয়ার জন্য দু'আ করা।

٥٩٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا -

৫৯৩২ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি যেভাবে মক্কাকে আমাদের জন্য প্রিয় করে দিয়েছেন, মদীনাকেও সেভাবে অথবা এর চাইতে বেশী আমাদের কাছে প্রিয় করে দিন। আর মদীনার জ্বর 'জুহফা' নামক স্থানের দিকে সরিয়ে দিন। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের মাপের ও ওযনের পাত্রে বরকত দিন।

٥٩٣٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكْوَى أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لاَ قُلْتُ فَبِشَطْرِهِ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ قُلْتُ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلاَّ ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ امْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ ، قَالَ سَعْدٌ رَثَى لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ -

৫৯৩৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি রোগে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হয়ে পড়েছিলাম। নবী ﷺ সে সময় আমাকে দেখতে

banglainternet.com

এলেন। তখন আমি বললাম ঃ আমি যে রোগ-যন্ত্রণায় আক্রান্ত, তাতো আপনি দেখছেন। আমি একজন ধনবান লোক। আমার একটি মেয়ে ছাড়া আর কেউ ওয়ারিস নেই। তাই আমি কি আমার দু'তৃতীয়াংশ মাল সাদাকা করে দিতে পারি? তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ তবে অর্ধেক মাল? তিনি বললেন ঃ না। এক তৃতীয়াংশ অনেক। তোমার ওয়ারিসদের লোকের কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করার মত অভাবী রেখে যাওয়ার চাইতে তাদের ধনবান রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক উত্তম। আর তুমি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যা কিছুই ব্যয় করবে নিশ্চয়ই তার প্রতিদান দেওয়া হবে। এমন কি (সে উদ্দেশ্যে) তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে লুকমাটি তুলে দিয়ে থাকো, তোমাকে এর প্রতিদান দেওয়া হবে। আমি বললাম ঃ তা হলে আমার সঙ্গীগণের পরেও কি আমি বেঁচে থাকবো? তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই তুমি এঁদের পরে বেঁচে থাকলে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যা কিছু নেক আমল করনা কেন, এর বিনিময়ে তোমার মর্যাদা ও সম্মান আরও বেড়ে যাবে। আশা করা যায় যে, তুমি আরও কিছু দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। এমন কি তোমার দ্বারা অনেক কাওম উপকৃত হবে। আর অনেক কাওম ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তারপর তিনি দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি আমার (মুহাজির) সাহাবীগণের হিজরতকে বহাল রাখুন। আর তাদের পেছনে ফিরে যেতে দেবেন না। কিন্তু সা'দ ইব্‌ন খাওলাহ (রা)-এর দুর্ভাগ্য (কারণ তিনি ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় মারা যান) সা'দ (রা) বলেন ঃ তিনি মক্কাতে ওফাতের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেছেন।

٢٦٥٧. بَابُ الإِسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَفِتْنَةِ النَّارِ

২৬৫৭. পরিচ্ছেদঃ বার্ধক্যের অসহায়ত্ব এবং দুনিয়ার ফিত্‌না আর জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাওয়া

٥٩٣٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَعَوَّذُوا بِكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

৫৯৩৪ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, নবী ﷺ যে সব বাক্য দিয়ে আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন, সে সব দ্বারা তোমরাও আশ্রয় চাও। তিনি বলতেন ঃ "ইয়া আল্লাহ! আমি কাপুরুষতা থেকে, আমি কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আমি বয়সের অসহায়ত্ব থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আর আমি দুনিয়ার ফিত্‌না ও কবরের আযাব থেকে আপনার আশ্রয় চাই।

٥٩٣٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي

banglainternet.com

أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -

৫৯৩৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি অলসতা, অতি বার্ধক্য, ঋণ আর পাপ থেকে আপনার আশ্রয় চাই। ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব, জাহান্নামের ফিত্না, কবরের আযাব, প্রাচুর্যের ফিত্নার কুফল, দারিদ্রের ফিত্নার কুফল এবং মাসীহ্ দাজ্জালের ফিত্না থেকে। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমার সমুদয় গুনাহ বরফ ও শীতল পানি দিয়ে ধুয়ে দিন। আমার অন্তর যাবতীয় পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন করুন, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়। আমার ও আমার গুনাহ্সমূহের মধ্যে এতটা ব্যবধান করে দিন যতটা ব্যবধান আপনি পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে করেছেন।

٢٦٥٨ بَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى

২৬৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ প্রাচুর্যের ফিত্না থেকে আশ্রয় চাওয়া

٥٩٣٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيْعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ خَالِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ -

৫৯৩৬ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আল্লাহ্র আশ্রয় চেয়ে বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই জাহান্নামের ফিত্না, জাহান্নামের আযাব থেকে। আমি আরও আশ্রয় চাই কবরের ফিত্না থেকে এবং আপনার আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে। আমি আরও আশ্রয় চাই প্রাচুর্যের ফিত্না থেকে, আর আমি আশ্রয় চাই অভাবের ফিত্না থেকে। আমি আরও আশ্রয় চাই মাসীহ্ দাজ্জালের ফিত্না থেকে।

٢٦٥٩ بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ

২৬৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ দারিদ্র্যের সংকট থেকে পানাহ চাওয়া

banglainternet.com

٥٩٣٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ

الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ -

৫৯৩৭ মুহাম্মদ (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ "আয় আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে দোযখের সংকট, দোযখের আযাব, কবরের সংকট, কবরে আযাব, প্রাচুর্যের ফিত্না, ও অভাবের ফিত্না থেকে পানাহ চাই। আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট মসীহ্ দাজ্জালের ফিত্নার অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই। আয় আল্লাহ! আমার অন্তরকে বরফ ও শীতল পানি দিয়ে ধুয়ে দিন। আর আমার অন্তর গুনাহ থেকে এমনভাবে সাফ করে দিন, যেভাবে আপনি সাদা কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করে থাকেন এবং আমাকে আমার গুনাহ থেকে এতটা দূরে সরিয়ে রাখুন, পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তকে পশ্চিম প্রান্ত থেকে যত দূরে রেখেছেন। আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই অলসতা, গুনাহ এবং ঋণ থেকে।

٢٦٦٠ . بَابُ الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ مَعَ الْبَرَكَةِ

২৬৬০. বরকতসহ মালের প্রাচুর্যের জন্য দু'আ করা

٥٩٣٨ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسٌ خَادِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ وَعَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مِثْلَهُ -

৫৯৩৮ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... উম্মে সুলায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনাস আপনার খাদিম, আপনি আল্লাহ্র নিকট তার জন্য দু'আ করুন। তিনি দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি তার মাল ও সন্তান বাড়িয়ে দিন, আর আপনি তাকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন। হিশাম ইব্ন যায়দ (র) বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা) কে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

٥٩٣٩ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ أَنَسٌ خَادِمُكَ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ -

৫৯৩৯ আবূ যায়েদ সাঈদ ইব্ন রাবী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলায়ম বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনাস আপনার খাদিম। তখন তিনি দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি তার মাল ও সন্তান বাড়িয়ে দিন এবং আপনি তাকে যা দিয়েছেন তাতে বরকত দিন।

banglainternet.com

٢٦٦١. بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الإِسْتِخَارَةِ

২৬৬১. পরিচ্ছেদ ঃ ইস্তিখারার সময়ের দু'আ

٥٩٤٠ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُوْ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا الإِسْتِخَارَةَ فِي الأُمُوْرِ كُلِّهَا كَالسُّوْرَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا هَمَّ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْلُ : اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ ، اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ -

৫৯৪০ মুতাররিফ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আবূ মুস'আব (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের যাবতীয় কাজের জন্য ইস্তিখারা শিক্ষা দিতেন, যেমনভাবে তিনি কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। (আর বলতেন) যখন তোমাদের কারো কোন বিশেষ কাজ করার ইচ্ছা হয়, তখন সে যেন দু'রাকআত নামায পড়ে এরূপ দু'আ করে। (অর্থ ঃ) ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের দ্বারা আমার উদ্দিষ্ট কাজের মঙ্গলামঙ্গল জানতে চাই এবং আপনার ক্ষমতা বলে আমি কাজে সক্ষম হতে চাই। আর আমি আপনার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। কারণ, আপনি ক্ষমতাবান আর আমার কোন ক্ষমতা নেই এবং আপনি জানেন আর আমি জানিনা। আপনিই গায়িব সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। ইয়া আল্লাহ! যদি আপনার জ্ঞানে এ কাজটিকে আমার দীনের ব্যাপারে, আমার জীবন ধারণে ও শেষ পরিণতিতে; রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন ঃ আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিক দিয়ে মঙ্গলজনক বলে জানেন তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দিন। আর যদি আমার এ কাজটি আমার দীনের ব্যাপারে, জীবন ধারণে ও শেষ পরিণতিতে রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন ঃ দুনিয়ায় আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিক দিয়ে, আপনি আমার জন্য অমঙ্গলজনক মনে করেন, তবে আপনি তা আমার থেকে ফিরিয়ে নিন। আমাকেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখুন। আর যেখানেই হোক, আমার জন্য মঙ্গলজনক কাজ নির্ধারিত করে দিন। তারপর আমাকে আপনার নির্ধারিত কাজের প্রতি তৃপ্ত রাখুন। রাবী বলেন, সে যেন এসময় তার প্রয়োজনের বিষয়ই উল্লেখ করে।

banglainternet.com

٢٦٦٢. بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوَضُوْءِ

২৬৬২. পরিচ্ছেদ ঃ অযূ করার সময় দু'আ করা

٥٩٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، فَقَالَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ -

৫৯৪১ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র)..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার পানি আনিয়ে অযূ করলেন। তারপর উভয় হাত তুলে দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি উবায়দ আবূ আমরকে ক্ষমা করে দিন। আমি তখন তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। আরও দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লহ! আপনি তাকে কিয়ামতের দিন অনেক লোকের উপর মর্যাদাবান করুন।

٢٦٦٣ . بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا عَلاَ عَقَبَةً

২৬৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ উঁচু জায়গায় চড়ার সময়ের দু'আ

٥٩٤٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا وَلٰكِنْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا، ثُمَّ أَتَى عَلَيَّ وَأَنَا أَقُوْلُ فِي نَفْسِي لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ، أَوْ قَالَ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِيَ كَنْزٌ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ -

৫৯৪২ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক সফরে আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। যখন আমরা উঁচু জায়গায় উঠতাম তখন উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলতাম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হে লোকেরা! তোমরা নিজেদের জানের উপর দয়া করো। কারণ তোমরা কোন বধির অথবা অনুপস্থিতকে আহবান করছ না বরং তোমরা আহবান করছ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা সত্তাকে। কিছুক্ষণ পর তিনি আমার কাছে এলেন, তখন আমি মনে মনে পড়ছিলাম ঃ লা হওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ তখন তিনি বলেন, হে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কায়স্! তুমি পড়বে লা হওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। কারণ এ দু'আ হলো বেহেশ্তের রত্ন ভান্ডারসমূহের অন্যতম। অথবা তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্যের সন্ধান দেব না যে বাক্যটি জান্নাতের রত্ন ভান্ডার? সেটি থেকে একটি রত্নভান্ডার হলো লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

banglainternet.com

٢٦٦٤ . بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا فِيْهِ حَدِيْثُ جَابِرٍ

২৬৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ উপত্যকায় অবতরণ করার সময় দু'আ। এ প্রসঙ্গে জাবির (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে

٢٦٦٥ . بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَوْ رَجَعَ

২৬৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ সফরের ইচ্ছা করলে কিংবা সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর দু'আ

٥٩٤٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ -

৫৯৪৩ ইসমাঈল (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন যুদ্ধ, হজ্জ কিংবা উমরা থেকে ফিরতেন, তখন প্রতিটি উঁচু জায়গার উপর তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। তারপর বলতেন ঃ "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব, হাম্দও তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আপন প্রতিপালকের প্রশংসাকারী, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, আর দুশমনের দলকে তিনি একাই প্রতিহত করেছেন।"

٢٦٦٦ بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ

২৬৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ বরের জন্য দু'আ করা

٥٩٤٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ أَوْ قَالَ مَهْ ، قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৫৯৪৪ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ আবদুর রহমান ইব্ন আওফের গায়ে হলুদ রং দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ব্যাপার কি? তিনি বললেন ঃ আমি একজন মহিলাকে বিয়ে করেছি এক খণ্ড সোনার বিনিময়ে। তিনি দু'আ করলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন। একটা বকরী দিয়ে হলেও তুমি ওলীমা করো।

٥٩٤٥ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ بِسَبْعِ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ أَوْ تُضَاحِكُهَا

banglainternet.com

وَتُضَاحِكُكَ؟ قُلْتُ هَلَكَ أَبِي فَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، تَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، قَالَ فَبَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقُلِ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ -

৫৯৪৫ আবূ নু'মান (র)..... জাবির (রা) বলেন, আমার আব্বা সাত অথবা নয়জন মেয়ে রেখে ইন্তেকাল করেন। তারপর আমি একজন মহিলাকে বিয়ে করি। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললামঃ হাঁ। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, সে মহিলাটি কুমারী না অকুমারী? আমি বললামঃ অকুমারী। তিনি বললেন, তুমি একজন কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তা হলে তুমি তার সঙ্গে ক্রীড়া কৌতুক করতে এবং সেও তোমার সঙ্গে ক্রীড়া কৌতুক করত। আর তুমি তার সাথে এবং সেও তোমার সাথে হাসীখুশী করতো। আমি বললাম ঃ আমার আব্বা সাত অথবা নয়জন মেয়ে রেখে ইন্তিকাল করেছেন। সুতরাং আমি এটা পছন্দ করলাম না যে, তাদের মত কুমারী বিয়ে করে আনি। এজন্য আমি এমন একজন মহিলাকে বিয়ে করেছি যে তাদের দেখাশুনা করতে পারবে। তখন তিনি দু'আ করলেন ঃ আল্লাহ! তোমাকে বরকত দিন।

٢٦٦٧ بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

২৬৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ নিজ স্ত্রীর নিকট এলে যে দু'আ পড়তে হয়

٥٩٤٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِاسْمِ اللهِ ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَالِكَ، لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا -

৫৯৪৬ উস্‌মান ইব্‌স আবূ শায়বা (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ; তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হওয়ার ইচ্ছা করলে সে বলবে ঃ আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং আপনি আমাদেরকে যা দান করেন তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন। তারপর তাদের এ মিলনের মধ্যে যদি কোন সন্তান নির্ধারিত থাকে তা হলে শয়তান এ সন্তানকে কখনও ক্ষতি করতে পরবে না।

٢٦٦٨ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

২৬৬৮. পরিচ্ছেদঃ নবী ﷺ -এর দু'আ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও

banglainternet.com

٥٩٤٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

৫৯৪৭ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অধিকাংশ সময়ই এ দু'আ পড়তেন ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদের অগ্নিযন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর। (২ ঃ ২০১)

٢٦٦٩. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا

২৬৬৯. দুনিয়ার ফিত্না থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

٥٩٤٨ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ، كَمَا تُعَلَّمُ الْكِتَابَةُ ، اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُبِكَ أَنْ نُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

৫৯৪৮ ফারওয়া ইব্ন আবুল মাগরা (র)..... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেভাবে লেখা শিখানো হতো ঠিক এভাবেই আমাদের নবী ﷺ এ দু'আ শিখাতেন। ইয়া আল্লাহ! আমি কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আর আমি ভীরুতা থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আর আপনার আশ্রয় চাই আমাদের বার্ধক্যের অসহায়ত্বের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া থেকে। আর আমি আপনার আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিত্না এবং কবরের আযাব থেকে।

٢٦٧٠. بَابُ تَكْرِيرِ الدُّعَاءِ

২৬৭০. পরিচ্ছেদ ঃ বারবার দু'আ করা

٥٩٤٩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْذِرٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طُبَّ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ قَدْ صَنَعَ الشَّيْءَ وَمَا صَنَعَهُ وَإِنَّهُ دَعَا رَبَّهُ، ثُمَّ قَالَ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ جَاءَنِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ ؟ قَالَ مَطْبُوبٌ ، قَالَ مَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ قَالَ فِيمَاذَا ؟ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ، قَالَ فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ فِي ذَرْوَانَ، وَذَرْوَانُ بِئْرٌ فِي بَنِي زُرَيْقٍ ، قَالَتْ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِينِ ، قَالَتْ فَأَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهَا عَنِ الْبِئْرِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَهَلاَّ أَخْرَجْتَهُ ؟ قَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللهُ وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا زَادَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَاللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَحَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَا وَدَعَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ -

banglainternet.com

৫৯৪৯ ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর যাদু করা হলো। এমন কি তাঁর খেয়াল হতো যে, তিনি একটা কাজ করেছেন, অথচ তিনি তা করেন নি। সে জন্য তিনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করলেন। এরপর তিনি ('আয়েশা (রা)-কে বললেন ঃ তুমি জানতে পেরেছ কি? আমি যে বিষয়টা আল্লাহর কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম, তা তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। 'আয়েশা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ তা কি? তিনি বললেন ঃ (স্বপ্নের মধ্যে) আমার নিকট দু'জন লোক আসলেন এবং একজন আমার মাথার কাছে, আরেক জন আমার উভয় পায়ের কাছে বসলেন। তারপর একজন তার সাথীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ ব্যক্তির রোগটা কি? তখন অপর জন বললেন ঃ তিনি যাদুতে আক্রান্ত। আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে কে যাদু করেছে? অপর জন বললেন ঃ লাবীদ ইব্ন আ'সাম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তা কিসের মধ্যে করেছে? তিনি বললেন, চিরুনী, ছেড়া চুল ও কাঁচা খেজুর গাছের খোশার মধ্যে। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটা কোথায়? তিনি বললেন ঃ যুরাইক গোত্রের 'যুআরওয়ান' নামক কূপের মধ্যে। 'আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে গেলেন এবং (তা কূপ থেকে বের করিয়ে নিয়ে) আয়েশার কাছে ফিরে এসে বললেন ঃ আল্লাহর কসম! সেই কূপের পানি যেন মেন্দি তলানী পানি এবং এর (নিকটস্থ) খেজুর গাছগুলো ঠিক যেন শয়তানের মাথা। 'আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে এসে তাঁর কাছে কূপের বিস্তারিত অবস্থা জানালেন। তখন আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এ ব্যাপারটা লোক সমাজে প্রকাশ করে দিলেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তো আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। সুতরাং আমি লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা বিস্তার করা পছন্দ করি না। ঈসা ইব্ন ইউনুস ও লায়স (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ কে যাদু করা হলে তিনি বারবার দু'আ করলেন, এভাবে পূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٦٧١ . بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ وَقَالَ : اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ اللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا حَتَّى أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

২৬৭১. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের উপর বদ দু'আ করা। ইব্ন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে তাদের মুকাবিলায় সাহায্য করুন। যেমন দুর্ভিক্ষগ্রস্থ সাত বছর দিয়ে ইউসুফ (আ)কে সাহায্য করেছেন। ইয়া আল্লাহ! আপনি আবূ জেহেলকে শাস্তি দিন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ সালাতে বদ দু'আ করলেন। ইয়া আল্লাহ! অমুককে লা'নত করুন ও অমুককে লা'নত করুন। তখনই এই নাযিল হলো ঃ তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদের শাস্তি দিবেন এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। (৩ ঃ ১২৮)

banglainternet.com

৫৯৫০ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ

اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الأَحْزَابِ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ ، اهْزِمِ الأَحْزَابَ، اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ -

৫৯৫০ ইব্ন সালাম (র)..... ইব্ন আবূ আওফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (খন্দকের যুদ্ধে) শত্রু বাহিনীর উপর বদ দু'আ করেছেন ঃ ইয়া আল্লাহ! হে কিতাব অবতীর্ণকারী ! হে ত্বরিৎ হিসাব গ্রহণকারী! আপনি শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করুন। তাদের পরাস্ত করুন। এবং তাদের প্রকম্পিত করুন।

٥٩٥١ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ قَنَتَ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ -

৫৯৫১ মুয়ায ইব্ন ফাযালা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এশার সালাতের শেষ রাক'আতে যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন তখন কুনূতে (নাযিলা) পড়তেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আইয়্যাশ ইব্ন আবূ রাবীয়াকে নাযাত দিন। ইয়া আল্লাহ! ওয়ালীদ ইব্ন ওয়ালীদকে মুক্তি দিন। ইয়া আল্লাহ! সালামা ইব্ন হিশামকে মুক্তি দিন। ইয়া আল্লাহ! আপনি দুর্বল মু'মিনদের নাযাত দিন। ইয়া আল্লাহ! আপনি মুযার গোত্রকে কঠোর শাস্তি দিন। ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের উপর ইউসুফ (আ)-এর সময়ের দুর্ভিক্ষের বছরের ন্যায় দুর্ভিক্ষ দিন।

٥٩٥٢ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فَأُصِيْبُوْا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ ، فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَيَقُوْلُ : إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُوْلَهُ -

৫৯৫২ হাসান ইব্ন রাবী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একটা সারিয়্যা (ক্ষুদ্র বাহিনী) পাঠালেন। তাদের কুররা বলা হতো। তাদের হত্যা করা হলো। আমি নবী ﷺ - কে এদের ব্যাপারে যেরূপ রাগান্বিত দেখেছি অন্য কারণে সেরূপ রাগান্বিত দেখি নি। এজন্য তিনি ফজরের সালাতে মাসব্যাপী কুনূত পড়লেন। তিনি বলতেন ঃ উসায়্যা গোত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

٥٩٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ الْيَهُوْدُ يُسَلِّمُوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُوْنَ السَّامُ عَلَيْكَ ، فَفَطِنَتْ عَائِشَةُ إِلَى قَوْلِهِمْ ، فَقَالَتْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ إِنَّ

banglainternet.com

اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُوْلُوْنَ ؟ قَالَ أَوَ لَمْ تَسْمَعِي أَرُدُّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَقُوْلُ وَعَلَيْكُمْ -

৫৯৫৩ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা নবী ﷺ কে সালাম করার সময় বলতো 'আস্সামু আলাইকা' (ধ্বংস তোমার প্রতি)। 'আয়েশা (রা) তাদের এ বাক্যের কুমতলব বুঝতে পেরে বললেন ঃ 'আলাইকুমুস্সাম ওয়াল্লানত' (ধ্বংস তোমাদের প্রতি ও লা'নত)। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ 'আয়েশা থামো! আল্লাহ্ তা'আলা সমুদয় বিষয়েই নম্রতা পছন্দ করেন। 'আয়েশা (রা) বললেন ঃ তারা কি বলেছে আপনি কি তা শুনেনি? তিনি বললেন, আমি তাদের প্রতি উত্তরে 'ওয়াআলাকুম' বলেছি – তা তুমি শুননি? আমি বলেছি, তোমাদের উপর।

٥٩٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ مَلأَ اللهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُوْنَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وَهِيَ صَلاَةُ الْعَصْرِ -

৫৯৫৪ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তাদের গৃহ এবং কবরকে আগুন ভর্তি করে দিন। কেননা তারা আমাদের 'সালাতুল উস্তা' থেকে বিরত রেখেছে। এমন কি সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। আর 'সালাতুল উস্তা' হলো আসর সালাত।

٢٦٧٢ . بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِيْنَ

২৬৭২. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের জন্য দু'আ

٥٩٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا ، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ اللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ -

৫৯৫৫ আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তুফাইল ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বললেন ঃ দাওস গোত্র নাফরমানী করেছে ও অবাধ্য হয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। সুতরাং আপনি তাদের উপর বদ দু'আ করুন। সাহাবীগণ ধারণা করলেন যে, তিনি তাদের উপর বদ দু'আই করবেন। কিন্তু তিনি (তাদের জন্য) দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত করুন। আর তাদের মুসলমান বানিয়ে নিয়ে আসুন।

banglainternet.com

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا -

৫৯৫৮ মুসাদ্দাদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেন, জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে যদি সে মুহূর্তটিতে কোন মুসলমান দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, আল্লাহ্‌র নিকট কোন কল্যাণের জন্য দু'আ করে, তবে তা আল্লাহ্ তাকে দান করবেন। তিনি এ হাদীস বর্ণনার সময় আপন হাত দিয়ে ইশারা করেন, (ইশারাতে) আমরা বুঝলাম যে, তিনি মুহূর্তটির সংক্ষিপ্ততার দিকে ইংগিত করেছেন।

٢٦٧٥ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ يُسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيَهُودِ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا

২৬৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ ইয়াহূদীদের ব্যাপারে আমাদের বদ দু'আ কবূল হবে। কিন্তু আমাদের প্রতি তাদের বদ্ দু'আ কবূল হবে না

٥٩٥٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ ، قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ أَوِ الْفُحْشَ ، قَالَتْ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ ، رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ -

৫৯৫৯ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... 'আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। একবার একদল ইয়াহূদী নবী ﷺ -এর নিকট এসে সালাম দিতে গিয়ে বললো ঃ 'আস্‌সামু আলাইকা'। তিনি বললেন ঃ 'ওয়া'আলাইকুম'। কিন্তু 'আয়েশা (রা) বললেন ঃ 'আস্‌সামু আলাইকুম ওয়া লায়ানাকুমুল্লাহ ওয়া গাযিবা আলাইকুম' (তোমাদের উপর ধ্বংস নাযিল হোক, আল্লাহ্ তোমাদের উপর লানত করুন, আর তোমাদের উপর গযব নাযিল করুন)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে 'আয়েশা তুমি থামো! তুমি নম্র ব্যবহার করো, আর তুমি কঠোরতা পরিহার করো। আয়েশা (রা) বললেন ঃ তারা কি বলেছে আপনি কি শুনেন নি? তিনি বললেন ঃ আমি যা বললাম, তা কি তুমি শুননি ? আমি তো তাদের কথাটা তাদের উপরই ফিরিয়ে দিলাম। সুতরাং তাদের উপর আমার বদ্ দু'আ কবূল হয়ে যাবে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাদের বদ্ দু'আ কবূল হবে না।

٢٦٧٦ . بَابُ التَّأْمِينِ

২৬৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ আমীন বলা

٥٩٦٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

banglainternet.com

৫৯৬০ আলী ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন যখন ক্বারী 'আমীন' বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে। কারণ এ সময় ফিরিশ্‌তাগণ আমীন বলে থাকেন। সুতরাং যার আমীন বলা ফিরিশ্‌তাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের সবগুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

٢٦٧٧ . بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيْلِ

২৬৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর (যিক্‌র করার) ফযীলত

٥٩٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ -

৫৯৬১ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ.....عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ "যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে একশ' বার পড়বে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। হাম্‌দ তাঁরই, তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান" সে একশ' গোলাম আযাদ করার সাওয়াব অর্জন করবে এবং তার জন্য একশ'টি নেকী লেখা হবে, আর তার একশ'টি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে। আর সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এটা তার জন্য রক্ষাকবচে পরিণত হবে এবং তার চাইতে বেশী ফযীলত ওয়ালা আমল আর কারো হবে না। তবে যে ব্যক্তি এ আমল তার চাইতেও বেশী করবে।

٥٩٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ عُمَرُ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ خُثَيْمٍ مِثْلَهُ ، فَقُلْتُ لِلرَّبِيْعِ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ ، فَأَتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ ، فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ مِنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَأَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ فَقَالَ مِنْ أَبِي أَيُّوْبَ الأَنْصَارِي يُحَدِّثُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ قَوْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ مُوْسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي

banglainternet.com

لَيْلَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَوْلَهُ وَقَالَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلَهُ وَقَالَ الأَعْمَشُ وَحُصَيْنٌ عَنْ هِلَالٍ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَوْلَهُ وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫৯৬২ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আমর ইবন মায়মূন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (এ কালেমাগুলো) দশবার পড়বে সে ঐ ব্যক্তির সমান হয়ে যাবে, যে ব্যক্তি ইসমাঈল (আ)-এর বংশ থেকে একটা গোলাম আযাদ করে দিয়েছে। আবূ আইউব আনসারী (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হাদীসটা তাঁর কাছেও বলেছেন।

٢٦٧٨. بَابُ فَضْلِ التَّسْبِيحِ

২৬৭৮. পরিচ্ছেদ : সুবহানাল্লাহ্ পড়ার ফযীলত

٥٩٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ-

৫৯৬৩ আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যহ একশ'বার সুবিহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি বলবে তার গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও।

٥٩٦٤ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ -

৫৯৬৪ যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : দুটি বাক্য এমন যে, মুখে তার উচ্চারণ অতি সহজ, পাল্লায় অনেক ভারী, আর আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়। তা হলো : সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি।

banglainternet.com

নবম খন্ড

ইফাবা—২০০৫-২০০৬—প্র/৬৯৪৮(উ)—৫,২৫০

* সমাপ্ত *